দৈনিক
31 JUL

শিক্ষক লাঞ্ছনা: কোন অবস্থাতেই মানিয়া নেওয়া যায়

দেশে একেক সময় এমন এমন সব অভিনব কাণ্ডকীর্তি ঘটে যে উহাতে সকলেরই মাথা হেঁট হই
হয়। এইরকমই একটি ঘটনা ঘটিয়াছে গত সোমবার ময়মনসিংহস্থ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যাল
বিবরণে প্রকাশ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হলের এক দশক পূর্তি উপলক্ষে নৈশভোজকে কেন্দ্র করিয়া ব
একজন হাউজ টিউটর জেনারেলকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করিয়াছে। নৈশভোজে দাওয়াত না
ছাত্র প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সহিত ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করে এবং উক্ত শিক্ষককে চেয়ার হইতে প্রথ
দেয় ও পরে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে। এই ঘটনার প্রতিবাদে প্রথমে বঙ্গবন্ধু হলের পাঁচ হাউজ
পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১টি হলের সকল প্রভোষ্ট ও হাউজ টিউটর পদত্যাগ করেন। চব্বিশ
অপরাধীকে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহিষ্কার এবং তাহাকে সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদানের দাবি জানাইয়াছেন

নৈশভোজে দাওয়াত দেওয়া হয় নাই বলিয়া ছাত্ররা ক্ষুব্ধ হইয়া শিক্ষককে হেনস্থা করিবে ইহা তো
কথা হইতে পারে না। প্রথমত শিক্ষককে লাঞ্ছিত করার ঘটনায় ছাত্রদের মধ্যে যে দুর্বৃত্তপনা বা কুশিক্ষার
মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে উহা কোন সভ্য সমাজই মানিয়া লইবে না। ছাত্ররা শিক্ষকদের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধায়
থাকিবে এবং গুরুজন বিবেচনায় শিক্ষককে সর্বদা মান্য করিবে ইহাই প্রত্যাশিত। কিন্তু সে প্রত্যাশার মু
ছাত্ররা যে কাণ্ডটি ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটাইয়াছে উহা ছাত্র সমাজের জন্য কলংকস্বরূপ ছাড়া

শিক্ষাঙ্গনে দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতির বিস্তার যে ছাত্রদেরকেও পংকিল আবর্তের মধ্যে নিক্ষিপ্ত
সোমবারের ঘটনা উহারই একটি উদাহরণ মাত্র। দেশের দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতি দীর্ঘদিন ধরিয়া ছাত্রদে
স্বার্থে এবং হীন উদ্দেশ্যে এমনভাবে ব্যবহার করিয়াছে যে, কালক্রমে ছাত্রদের ছাত্রত্বই ঘুচিয়া যাই
আমাদের ছাত্রদের গৌরবজনক ইতিহাস আজ কলংকের কালিমায় ঢাকিয়া যাইবার জোগাড়। বা
দেশের মুক্তিকামী মানুষের যে সংগ্রামের সূচনা ঘটিয়াছিল উহার তূর্যবাদক নকীবরূপে ছাত্ররাই
কাফেলাকে আগাইয়া লইয়া গিয়াছে। দেশের সংকট-সন্ধিক্ষণে রাজনীতিকেরা যখন কিছু দিতে পারে
বুদ্ধিজীবীরা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছেন তখন এদেশের ছাত্ররাই অকুতোভয়ে আগাইয়া আসিয়া প্রয়োজ
রক্ত ঢালিয়া জাতির মুক্তির ছক আঁকিয়া দিয়াছে। বাংলাদেশের ছাত্রদের এই যে গৌরবগাথা উহা
রাজনীতির গড ফাদারদের দৌরাত্ম্যে ধূলায় লুণ্ঠিত। এ যুগে ছাত্ররা যে ঔদ্ধত্য, যে হিংস্রতা এবং অ
প্রদর্শন করে উহা সন্দেহাতীতভাবে আমাদের দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতিরই আর একটি অসুস্থ দিককেই প্রব
তোলে মাত্র! তাই ছাত্রদের এ ধরনের ঔদ্ধত্য ও অসভ্যতা কোন অবস্থাতেই মানিয়া নেওয়া যায়
সঙ্গে ইহাও বলিতে হয় যে, আমাদের শিক্ষক সমাজের একটা অংশও দুর্বৃত্তায়িত দলীয় রাজনীতি
জড়িত, যে কারণে অনেক হীন কাজের সহিত তাহাদেরও যুক্ত হইয়া পড়িতে দেখা যায়। শিক্ষাঙ্গনে এ
ছাত্র এবং এক শ্রেণীর শিক্ষকের এইরূপ অধ:পতনে শিক্ষার পরিবেশ ক্ষুণ্ন হইতেছে নানাভাবে।

বাকৃবিতে ছাত্রের হাতে শিক্ষক লাঞ্ছনার যে ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা খুবই অনভিপ্রে
দুর্ভাগ্যজনক। এ জাতীয় অনভিপ্রেত ঘটনা যাহাতে আর না ঘটে সে জন্য ছাত্র-শিক্ষক উভয়ে
মূল্যবোধ ও নীতি-নৈতিকতার চর্চা বৃদ্ধি করিতে হইবে। স্নেহপরায়ণতা, সততা, নিষ্ঠা এবং শি
মনোভাব লইয়া শিক্ষকদেরকে যেমন নিজেদের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হইতে হইবে তেমনি
ছাত্রদেরকে কাহারও লেজুড়বৃত্তি না করিয়া দেশপ্রেম এবং জ্ঞানস্পৃহাকেই সর্বতোভাবে মানিতে
হইবে। শিক্ষাঙ্গন হইতে দুর্বৃত্তায়িত দলীয় রাজনীতির মূলোচ্ছেদ করিতে হইবে, নতুবা জাতির
প্রজন্ম তৈরির স্বপ্ন অধরাই থা[illegible]